হজ উমরা ও যিয়ারত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পঞ্চম অধ্যায় : উমরা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

সঠিকভাবে তাওয়াফ করতে নিচের কথাগুলো অনুসরণ করুন

১. সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে উযু করুন তারপর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে কা‘বা শরীফের দিকে এগিয়ে যান।[1]

যদি আপনি তখনই তাওয়াফের ইচ্ছা করেন তাহলে দু’ রাক‘আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া ছাড়াই তাওয়াফ শুরু করতে যাবেন। কেননা, বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফই আপনার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যিনি সালাত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করছেন, তিনি বসার আগেই দুই রাকা‘আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেবেন। যেমন অন্য মসজিদে প্রবেশের পর পড়তে হয়। এরপর তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের দিকে যান। মনে রাখবেন:

উমরাকারী বা তামাত্তু হজকারীর জন্য এ তাওয়াফটি উমরার তাওয়াফ। কিরান ও ইফরাদ হজকারীর জন্য এটি তাওয়াফে কুদূম বা আগমনী তাওয়াফ।

মুহরিম ব্যক্তি অন্তরে তাওয়াফের নিয়ত করে তাওয়াফ শুরু করবে। কেননা, অন্তরই নিয়তের স্থান। উমরাকারী কিংবা তামাত্তুকারী হলে তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে।

তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছার পর সেখানকার আমলগুলো নিম্নরূপে করার চেষ্টা করবেন।

ক. ভিড় না থাকলে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করবেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পদ্ধতি হল, হাজরে আসওয়াদের ওপর দু’হাত রাখবেন। ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে আলতোভাবে চুম্বন করবেন।[2] কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে, হাজরে আসওয়াদ উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। লাভ ও ক্ষতি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। উমর ইবন খাত্তাব রা. হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুমো খেয়ে বলেন,

وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ، مَا قَبَّلْتُكَ.

‘আমি নিশ্চিত জানি, তুমি কেবল একটি পাথর। তুমি ক্ষতি করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমায় চুম্বন করতাম না।[3]

হাজরে আসওয়াদে চুমো দেয়ার সময় اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলবেন[4] অথবা بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলবেন। ইবন উমর রা. থেকে এরকম বর্ণিত আছে।[5]

খ. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা কষ্টকর হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং হাতের যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন। নাফে রহ. বলেন, ‘আমি ইবন উমর রা. কে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে হাজরে

আসওয়াদ স্পর্শ করলেন তারপর তাতে চুমো দিলেন এবং বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে করতে দেখার পর থেকে আমি কখনো তা পরিত্যাগ করি নি।’[6]

গ. যদি হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, লাঠি দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং লাঠির যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন। ইবন আব্বাস রা. বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করেন, তিনি বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।’[7]

ঘ. হজের সময়ে বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও স্পর্শ করা উভয়টাই অত্যন্ত কঠিন এবং অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। তাই এমতাবস্থায় হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডান হাত উঁচু করে, اللَّهُ أَكْبَر (আল্লাহু আকবার) বা بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَر ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহু আকবার) বলে ইশারা করবেন। পূর্বে হাজরে আসওয়াদ বরাবর যমীনে একটি খয়েরি রেখা ছিল বর্তমানে তা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই হাজরে আসওয়াদ বরাবর মসজিদুল হারামের কার্নিশে থাকা সবুজ বাতি দেখে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসেছেন কি-না তা নির্ণয় করবেন। আর যেহেতু হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি তাই হাতে চুম্বনও করবেন না। ইবন আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করলেন। যখন তিনি রুকন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের বরাবর হলেন তখন এর দিকে ইশারা করলেন এবং তাকবীর দিলেন।[8] অপর বর্ণনায় রয়েছে, ‘যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন তখন তাঁর হাতের বস্তুটি দিয়ে এর দিকে ইশারা করে তাকবীর দিলেন।[9] তারপর যখনই এর বরাবর হলেন অনুরূপ করলেন। সুতরাং যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাকবীর দেবেন। হাত চুম্বন করবেন না।

ঙ. প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যদি পাথরটিকে চুমো দেয়া বা হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মানুষকে কষ্ট দিয়ে এ কাজ করতে যাবেন না। এতে খুশূ তথা বিনয়ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এটাকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো ঝগড়া-বিবাদ এমনকি মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ইবন উমর রা. সহ বেশ কিছু সাহাবী তাওয়াফের শুরুতে বলতেন,[10]

اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ.

(আল্লহুম্মা ঈমানাম বিকা, ওয়া তাছদীকাম বিকিতাবিকা, ওয়া ওয়াফায়াম বি‘আহদিকা, ওয়াত- তিবা‘আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন।)

‘আল্লাহ, আপনার ওপর ঈমানের কারণে, আপনার কিতাবে সত্যায়ন, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আপনার নবী মুহাম্মদের সুন্নতের অনুসরণ করে তাওয়াফ শুরু করছি।’

সুতরাং কেউ যদি সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে তাওয়াফের সূচনায় এই দো‘আটি পড়েন, তবে তাও উত্তম।

২. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, স্পর্শ অথবা ইশারা করার পর কা‘বা শরীফ হাতের বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফের আসল লক্ষ্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই সামনে নিজকে সমর্পন করা। তাওয়াফের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণে বিনয়-নম্রতা ও হীনতা-

দীনতা প্রকাশ পেত। চেহারায় ফুটে উঠত আত্মসমর্পনের আবহ। পুরুষদের জন্য এই তাওয়াফের প্রতিটি চক্করে ইযতিবা এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত। ইবন আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযতিবা করলেন, হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করলেন এবং তাকবীর প্রদান করলেন। আর প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন।'[11]

ইযতিবা হলো, গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ খালি রাখা এবং চাদরের উভয় মাথা বাম কাঁধের ওপর রাখা।

আর রমল হলো, ঘনঘন পা ফেলে কাঁধ হেলিয়ে বীর-বিক্রমে দ্রুত চলা। কা'বার কাছাকাছি স্থানে রমল করা সম্ভব না হলে দূরে থেকেই রমল করা উচিত।

৩. রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের আগের কোণের বরাবর এলে সম্ভব হলে তা ডান হাতে স্পর্শ করবেন।[12] প্রতি চক্করেই এর বরাবর এসে সম্ভব হলে এরকম করবেন।

৪. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী কেন্দ্রিক আমলসমূহ প্রত্যেক চক্করে করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছেন। রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন,

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

(রববানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল-আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা 'আযাবান নার।) [সূরা আল-বাকারাহ: ২০১]

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'[13] সুতরাং এদুই রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে প্রত্যেক চক্করে উক্ত দো'আটি পড়া সুন্নত।

তাওয়াফের অবশিষ্ট সময়ে বেশি বেশি করে দো'আ করবেন। আল্লাহর প্রশংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ওপর সালাত ও সালাম পড়বেন। কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারেন। মোটকথা, যে ভাষা আপনি ভাল করে বোঝেন, আপনার মনের আকুতি যে ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দো'আ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّه»

'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ ও জামারায় পাথর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিক্‌র কায়েমের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।'[14] দো'আ ও যিক্‌র অনুচ্চ স্বরে হওয়া শরীয়তসম্মত।

৫. কা'বা ঘরের নিকট দিয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। তা সম্ভব না হলে দূর দিয়ে তাওয়াফ করবে। কেননা, মসজিদে হারাম পুরোটাই তাওয়াফের স্থান। সাত চক্কর শেষ হলে, ডান কাঁধ ঢেকে ফেলুন, যা ইতিপূর্বে খোলা রেখেছিলেন। মনে রাখবেন, শুধু তাওয়াফে কুদূম ও উমরার তাওয়াফেই ইযতিবার বিধান রয়েছে। অন্য কোন তাওয়াফে ইযতিবা নেই, রমলও নেই।

৬. সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন,

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: ١٢٥]

(ওয়াত্তাখিযূ মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসল্লা।)

‘মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থল বানাও।’[15] মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বাইতুল্লাহ্র মাঝখানে রাখবেন। হোক না তা দূর থেকে। তারপর সালাতের নিষিদ্ধ সময় না হলে দু’ রাকা‘আত সালাত আদায় করবেন।[16]

মাকামে ইবরাহীমে জায়গা না পেলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে এমনকি এর বাইরে পড়লেও চলবে।[17] তবুও মানুষকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। পথে-ঘাটে যেখানে- সেখানে সালাত আদায় করা যাবে না। মাকরূহ সময় হলে এ দু’রাকা‘আত সালাত পরে আদায় করে নিন। সালাতের পর হাত উঠিয়ে দো‘আ করার বিধান নেই।

৭. সালাত শেষ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে ডান হাতে তা স্পর্শ করুন। এটা সুন্নত। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করবেন না। হজের সময়ে এরকম করা প্রায় অসম্ভব। জাবের রা. বলেন,

«ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا»

অতঃপর আবার ফিরে এসে রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন। তারপর গেলেন সাফা অভিমুখে।’[18]

৮. এরপর যমযমের কাছে যাওয়া, তার পানি পান করা ও মাথায় ঢালা সুন্নত। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ».

‘তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের কাছে গেলেন। যমযমের পানি পান করলেন এবং তা মাথায় ঢেলে দিলেন।[19]

ফুটনোট

[1]. মনে রাখবেন, কাবা শরীফ দেখার সময় সুনির্দিষ্ট কোনো দু‘আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই। তবে উমর রা. যখন বাইতুল্লাহর দিকে তাকাতেন তখন নীচের দু‘আটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(আল্লহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম ফাহায়্যিনা রববানা বিস সালাম।) ‘হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), সালাম (শান্তি) আপনার কাছ থেকেই আসে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সালাম (শান্তি)-এর মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানান।’ দ্র. বাইহাকী, সুনানে কুবরা : ৫/৭৩; আলবানী, মানাসিকুল হজ্জি ওয়াল উমরা : ১৯। সুতরাং কেউ সাহাবীর অনুসরণে দু‘আটি পড়লে কোনো অসুবিধা নেই।

[2]. বুখারী : ৩/৪৭৫। তাছাড়া আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদের ওপর সিজদাও করতে পারেন। যেমনটি বিভিন্ন সহীহ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। দ্র. মুসনাদ আত-তায়ালিসী : ১/২১৫-২১৬।

[3]. ফাতহুল বারী : ৩/৪৬৩।

[4]. বুখারী : ৩/৪৭৬।

[5]. আত-তালখিসুল হাবীর : ২/২৪৭।

[6]. বুখারী : ১৬০৬; মুসলিম : ১২৬৮।

[7]. বুখারী : ১৬০৮।

[8]. বুখারী : ৫২৯৩।

[9]. বুখারী : ১৬৩২।

[10]. তাবরানী : ৫৮৪৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ : ৩/২৪০। [তবে এর সনদ দুর্বল]

[11]. বুখারী : ৭৯৫১।

[12]. রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর) বলা ভালো। কারণ, ইবন উমর রা. থেকে এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্র. বাইহাকী : ৫/৭৯; ইবন হাজর, তালখীসুল হাবীর : ২/২৪৭।

[13]. আবূ দাউদ : ১৮৯২।

[14]. তিরমিযী : ৯০২, জামেউল উমূল : ১৫০৫।

[15]. বাকারা : ১২৫।

[16]. এ সালাতের প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা 'কাফিরূন' - قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ـ ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস -قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ـ পড়া সুন্নত। (তিরমিযী : ৮৬৯।) এ দুই রাক'আত সালাতের সওয়াব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام

‘তুমি যখন তাওয়াফের পর দুই রাক‘আত সালাত আদায় করবে, তা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের একজন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য গণ্য হবে।’ দ্র. সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ১১১২।

[17]. এই সালাতটি হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব, অন্যান্য মাযহাবে সুন্নত।

[18]. মুসনাদে আহমদ : ৩/৩৯৪; মুসলিম : ১২১৮ ও ১২৬২।

[19]. মুসনাদে আহমদ : ৩/৩৯৪; মুসলিম : ১২১৮ ও ১২৬২।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7385

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন